শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়ন নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা

৩৭তম
জাতীয় সমাবেশ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

বিশেষ ক্রোড়পত্র
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
৩০ মাঘ ১৪২৩
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকেই আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর অবদান দেশের ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছে।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা বিধানে এ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। রাজধানী শহর ঢাকা থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ বাহিনীর সদস্যরা ছড়িয়ে রয়েছেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তাকারী হিসেবে আনসার ভিডিপি'র সদস্যগণ প্রথম এগিয়ে আসেন। সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কল-কারখানা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় মোতায়েন থেকে এ বাহিনীর সদস্যরা দক্ষতার সাথে সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। অপরাধ দমনে বাংলাদেশ পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীকে সহায়তা প্রদান, জাতীয় নির্বাচন ও বৃহৎ জনসমাবেশে নিরাপত্তা প্রদানসহ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ বাহিনীর কার্যক্রম প্রশংসনীয়।

জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করতে আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আরো কাজ করার সুযোগ রয়েছে বলে আমি মনে করি। দেশের ক্রীড়াঙ্গনে আনসার ভিডিপির সদস্যদের উজ্জ্বল বিচরণসহ জাতীয় অনুষ্ঠানে এ বাহিনীর চৌকশ ব্যান্ড ও অর্কেস্ট্রাদলের বর্ণাঢ্য বাদ্য সবার নজর কেড়েছে। আমি আশা করি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য জাতিগঠনে অব্যাহত প্রয়াস চালাবে। আমি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ-২০১৭ এর সার্বিক সফলতা এবং এ বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

আসাদুজ্জামান খাঁন এম,পি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭তম জাতীয় সমাবেশ ২০১৭ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্যকে জানাই অভিনন্দন। আমি মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে সকল ভাষা সৈনিকসহ মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনীর শহীদ সদস্যদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের অভ্যন্তরীন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের সঙ্গে তাল রেখে কর্মদক্ষতা আর সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সবসময় ইতিবাচক সাড়া দিয়ে যাচ্ছে। নিয়মিত নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি সরকারের নির্দেশে দেশের সংকটময় মুহূর্তে যেকোনো দায়িত্বে এ বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এ বাহিনী।

যুগোপযোগী তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর পেশাভিত্তিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহন করে আনসার-ভিডিপি সদস্যরা নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ গঠনে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে-এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭তম জাতীয় সমাবেশ-২০১৭ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর মহাপরিচালকসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সদস্য-সদস্যাকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে ভাষা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনীর বীর শহীদ আনসার সদস্যদের সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস দমন, জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, ঈদ উদ্‌যাপন এবং পূজাসহ বিভিন্ন উৎসব এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় মুহূর্তে এ বাহিনীর সদস্যগণ দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। প্রশাসনিক, অপারেশনাল ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে এ বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

সড়ক, নৌ, বিমান বন্দর, লঞ্চ, বাস, কলকারখানা, শপিংমলসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এর উন্নয়নে আন্তরিকতা এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। ভবিষ্যতে এ বাহিনীকে জননিরাপত্তা রক্ষায় যেকোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে তারা সক্ষম রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঐতিহ্য, সুনাম ও মর্যাদা বজায় রেখে এ বাহিনীর সকল সদস্যরা দেশ ও জাতির নিরাপত্তা রক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরও প্রশংসনীয় অবদান রাখবেন।

(ড. কামাল উদ্দিন আহ্‌মেদ)
সচিব

Bangladesh Ansar & VDP – "It's roles and responsibilities for security, social safety and against terrorism".

Dr. Forqan Uddin Ahmed
DDG & Commandant (PRL)
Bangladesh Ansar-VDP Academy
Shafipur, Gazipur.

Introduction

Ansar and VDP is the largest community based disciplined organization of Bangladesh. The total number of this force is about 60 lakhs. The female members cover the half of the total number. The organization of the force is extended up to village level. In the villages, we have one male Platoon and one female VDP Platoon each comprising of 32 members. In the union level, there is one Ansar male platoon and in every Upazilla there is one Ansar Company each comprising of 32 and 100 members respectively.

Today, Ansar VDP is not confined in its nomenclature, but its idea has expanded to the very depth and height with some noble motto and objectives taken by the enrolled members in a very challenging way. Specially in the field of communication network, total defense system, safety and security of various key point instillation, industries and above all socio-economic development of the nation.

Law and order situation and terrorism in Bangladesh & Global context

Terrorism is a heinous act which interrupts the normal life style of human being. Today national and international terrorism has become a burning issue all over the world. Terrorism is a threat to social peace and security. It breaks the bondage of humanity, brotherhood and fraternity. Its spoils the socio-economic condition and it affects the political stability also. In the work, we see that terrorism is polluting and corrupting the educational institution also. So terrorism has become a very sensitive issue both nationally an internationally. In Bangladesh some terrorists attacked Holy Artisan Restaurant and Solakiya Eid Ground and targeted killing of some bloggers in the recent past may be a sign of future attack. This rise of terrorism and sabotage attack is alarming to the peace loving people of Bangladesh. In villages we see the most repressive cases of family violence and women and children are the worst victims of these cases; generally these cases get less attention to the media because of remote area and needless to say that police and other law enforcing agencies does not have that much access to reach the remote area of the country. To improve law and order situation and to prevent terrorism, every country in the world might have a peoples' force. The conventional forces living in barracks and following traditional and conventional rules the deteriorated law and order and terrorism cannot be improved. Against all anarchy, chaos-conflict, unrest, terrorism like killing, kidnapping, hijacking, drug abuse, children and women trafficking etc., disruption of social values, the Ansar VDP members can take a very positive and pragmatic stands for the restoration of peace, tranquility, safety-security of people.

21st century is a century of rapid globalization. extensive liberalization wider free economy and growing information, communication, technology (ICT). Law and order situation, artificial crisis, terrorist-activities of a particular country are no more a problem of that country itself. Rather the problems stirs & hinders other neighboring countries also. To keep law and order situation in a peaceful & friendly atmosphere, a country must need to apply a participatory preventive approach, visa-vies an effective and curative measure. Participatory preventive approach of a country implies the participation of Government agencies. Civil Societies, NGOs and citizen within the country itself and with other developing partners outside the country.

Security Concept and Engagement of Bangladesh Ansar & VDP

The core and principle works of human security can be started from the grass roots level and village is the ultimate unit of development in case of any kind of development orientation. If we can remove all human security threats from the villages of Bangladesh, research shows that 73.12 percent of basic human needs and deeds are in the village and without changing the basic scenario of poverty picture in the pastoral life, Bangladesh shall not be able to bring any meaningful change in poverty discourse of Bangladesh. We find only a few alternatives for addressing human security problems from government side for poverty reduction in grass root level. Some Non-Governmental Organizations are doing good; but more and more efforts are required and they are prerequisites also. from government side, for reducing poverty and other human security threats. Bangladesh Ansar & VDP with all its infrastructure and superstructure can be the utmost agency on behalf of the government and that is our belief in the field of human security in Bangladesh. Further researches are strongly required for a society oriented governmental organization; otherwise people may become less confident on state's capacity structure and human security.

For any meaningful change in the society, academic knowledge is a must. Bangladesh Ansar & VDP has opened a master degree program for increasing academic knowledge on human security. The name of the program is "Masters in Human Security" (MHS) which is affiliated to the University of Dhaka. We are studying on human security from perspectives of social Science. The program is being run under close supervision of the Faculty of Social Sciences, University of Dhaka.

Suggestion and Recommendation

The following points need to be taken into cognizance and consideration. These are to promote a vibrant command & control flow chart, to launch easy and accessible communication network, to promote classified manpower for deployment, training & above all good personnel management system, to ensure timely logistic support, to ensure transport support, to ensure modern weapon support, to ensure infrastructural support, to ensure financial support, to ensure proper medical support.

To make a nation safe from terrorism, the peoples' force like Ansar VDP may be activated, well-equipped and mobilized. And its members need to be involved with a definite tasking by the idea of community safety and security with the local government bodies. Again various awareness program and anti terrorism campaign may be launched and counseling centers may be set up with Ansar VDP members.

Conclusion

Ansar & Village Defense Party is the largest disciplined force in Bangladesh. The members of this force are working as soldier of socio-economic development and assisting to maintain rural law and order situation. They also organize, inspire & motivate rural people and they are building awareness among various people of rural area against anti terrorist activities & anti social elements.

The organization can exchange its views, thoughts, opinions, techniques, technology experience & expertise including training with the other like forces or workers working for development of the country.

Today Ansar VDP has become a mission and vision oriented organization. The immense prospects of Ansar VDP in our nation building activities may be evaluated. If the potentiality is utilized and members are properly trained the can contribute a lot for attaining prosperity and pragmatic change of present Bangladesh. Specially Human Security, the poverty alleviation program, employment creation and human resource development activities will come to a reality if Ansar VDP members are properly taken care of.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩০ মাঘ ১৪২৩
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত আনসার বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ বাহিনী ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আনসার সদস্যগণ মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে অস্ত্রাগারের চল্লিশ হাজার রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের বিতরণ করেন। '৭১-এর ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার প্রধানকে ১২ জন আনসার সদস্য গার্ড অব অনার প্রদান করেন। ৬৭০ জন আনসার সদস্য মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এ মাসে ভাষা শহীদ আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বারকে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের জনগণের এবং সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বাহিনীর সদস্যরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। নির্বাচন, ঈদ, পূজা-পার্বন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা রক্ষাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দক্ষতার সাথে কর্তব্য পালন করছে এ বাহিনী। আয় বৃদ্ধিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এই বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাহিনীর হতাহত সদস্য এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক সমবেদনা।

আমি আশা করি, সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সরকারের সকল উন্নয়ন ও সাফল্যের অংশীদার
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
৩০ মাঘ ১৪২৩
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাণী

জাতীয় সমাবেশ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য একটি আনন্দঘন দিন। এ আনন্দের মুহূর্তে বাহিনীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সদস্য-সদস্যাকে জানাই সালাম ও শুভেচ্ছা।

মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা শহীদদের। বিশেষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে শহীদ ময়মনসিংহের আনসার প্লাটুন কমান্ডার আব্দুল জব্বারকে, যাঁর আত্মত্যাগ ও অবদানে এ বাহিনী গর্বিত। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী পালন করেছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে বাহিনীর ৯ জন কর্মকর্তা, ৩ জন কর্মচারী ও ৬৫৮ জন আনসার সদস্য শহীদ হন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশ ও জাতির প্রয়োজনে দক্ষতা ও একাগ্রতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ বাহিনীর ৩৯ টি ব্যাটালিয়নের সদস্য-সদস্যাগণ পার্বত্য এলাকাসহ সারাদেশে শান্তি-শৃংখলা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করছে। অন্যদিকে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক সাধারণ আনসার সদস্য-সদস্যা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া সম্প্রতি গঠিত একটি বিশেষ ইউনিট কূটনৈতিক জোনের নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৬০ লক্ষাধিক সদস্য-সদস্যার এ বাহিনী শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ছাড়াও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার ও পরিবেশ রক্ষাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত। তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সদস্য-সদস্যাদের মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন আধুনিক কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হয়। বিশেষ করে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। এছাড়া আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ঋণ প্রদান করে সদস্য-সদস্যাদের সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেয় এ বাহিনী।

পরিশেষে আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্য-সদস্যার পক্ষ থেকে অংগীকার করছি যে, সরকারের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে দেশ ও জাতির কল্যাণে এ বাহিনী আরও নিবেদিতভাবে কাজ করবে।

সর্বশক্তিমান পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন।

মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান খান
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি